কামরুল হাসান ফেরদৌসের কাব্যগ্রন্থ ৪২

মায়ের আঁচল

মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস

কামরুল হাসান ফেরদৌসের কাব্যগ্রন্থ ৪২
মায়ের আঁচল

রচনা	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
রচনাকাল	জুলাই ২০২১
স্বত্ব	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
ই-বই গ্রন্থনা	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
গ্রন্থন কাল	জুলাই ২০২১
প্রচ্ছদ	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
অলংকরণ	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
কম্পোজ	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস

সূচিপত্র

কবিতাক্রম	কবিতার প্রথম চরণ/শিরোনাম	পৃষ্ঠা
কাহাফেক ২৮৭১	মায়ের আঁচল	০৭
কাহাফেক ২৮৭২	মোনাফেক-২	১০
কাহাফেক ২৮৭৩	মরমি কবি ফরহাদ হাসান	১১
কাহাফেক ২৮৭৪	চারা গাছের ফল	১২
কাহাফেক ২৮৭৫	মানলে সবে স্বাস্থ্যবিধি	১৩
কাহাফেক ২৮৭৬	অলক্ষ্যে সুজন	১৩
কাহাফেক ২৮৭৭	বড়ো দানব দুর্নীতি	১৪
কাহাফেক ২৮৭৮	কবিতার ছুটি-১	১৬
কাহাফেক ২৮৭৯	সুখময় সুনিবাস	১৬
কাহাফেক ২৮৮০	কবিতার ছুটি-২	১৭
কাহাফেক ২৮৮১	করোনার ভয়	১৭
কাহাফেক ২৮৮২	এক কেবলি একটিবার	১৮
কাহাফেক ২৮৮৩	কবিতার ছুটি-৩	১৮
কাহাফেক ২৮৮৪	কবিতার ছুটি-৪	১৯
কাহাফেক ২৮৮৫	কবিতার ছুটি-৫	১৯
কাহাফেক ২৮৮৬	পরাজয়ে ভয়	২০
কাহাফেক ২৮৮৭	শান্তির পাখি	২০
কাহাফেক ২৮৮৮	ছন্দিত রক্ত কণিকা	২১
কাহাফেক ২৮৮৯	পরিত্রাণের অন্বেষণে	২১
কাহাফেক ২৮৯০	পশু চরিত	২২

কাহাফেক ২৮৯১	মানব চরিত	২৩
কাহাফেক ২৮৯২	আলো আঁধার সমান্তরাল	২৪
কাহাফেক ২৮৯৩	কবিতার ছুটি-৬	২৫
কাহাফেক ২৮৯৪	কবিতার ছুটি-৭	২৬
কাহাফেক ২৮৯৫	স্বজন সুহৃদ ভালো থাকুন	২৬
কাহাফেক ২৮৯৬	কীর্তিমানের জীবন নদী	২৬
কাহাফেক ২৮৯৭	নগরে সবুজ বন	২৭
কাহাফেক ২৮৯৮	সাগর-পুত্র	২৭
কাহাফেক ২৮৯৯	আমলার ক্ষমতা	২৮
কাহাফেক ২৯০০	সরল পথে নাও আমাকে	২৯
কাহাফেক ২৯০১	প্রতিভার নমুনা	৩০
কাহাফেক ২৯০২	দৌড়	৩১
কাহাফেক ২৯০৩	বোবার শত্রু	৩১
কাহাফেক ২৯০৪	কাল করোনা হেরে যাবে-০৩	৩২
কাহাফেক ২৯০৫	ইচ্ছে ছিলো মলাট চাপা	৩৩
কাহাফেক ২৯০৬	স্বর্ণালি স্মৃতি	৩৪
কাহাফেক ২৯০৭	বেগুনের দোষ গুণ-০১	৩৪
কাহাফেক ২৯০৮	বেগুনের দোষ গুণ-০২	৩৫
কাহাফেক ২৯০৯	সময়ের সদ্ব্যবহার	৩৬
কাহাফেক ২৯১০	মিস্টি কথা	৩৭
কাহাফেক ২৯১১	সুজনের মন	৩৭
কাহাফেক ২৯১২	বড়োর পিছে ছোটো ছুটে	৩৮
কাহাফেক ২৯১৩	মতলব	৩৮
কাহাফেক ২৯১৪	ভুলের পাহাড়	৩৯
কাহাফেক ২৯১৫	মুক্তি এখন আগ্রাসনে	৪০
কাহাফেক ২৯১৬	কোকিল ডাকে আষাঢ়ে	৪১
কাহাফেক ২৯১৭	বিপন্ন আজ আকাশ বাতাস	৪২
কাহাফেক ২৯১৮	তেলগুপি মাছ-০১	৪৩
কাহাফেক ২৯১৯	করোনার ভয়	৪৪
কাহাফেক ২৯২০	ভুলের দাগ	৪৪

কাহাফেক ২৯২১	ক্ষুদে কাঁঠাল	৪৫
কাহাফেক ২৯২২	ভুতের জন্ম	৪৬
কাহাফেক ২৯২৩	স্বার্থের দ্বন্দ্বে বন্ধু	৪৭
কাহাফেক ২৯২৪	ফিরে আসুক ভোর	৪৮
কাহাফেক ২৯২৫	সাধারণ মুচি চাই	৪৮
কাহাফেক ২৯২৬	শূন্য হাতে ফেরা	৪৯
কাহাফেক ২৯২৭	তেলগুপি মাছ-০২	৫০
কাহাফেক ২৯২৮	একাকী সুজন-০১	৫১
কাহাফেক ২৯২৯	দাস রাজ্য	৫১
কাহাফেক ২৯৩০	পথ সন্ধান	৫২
কাহাফেক ২৯৩১	নকল মধু	৫৩
কাহাফেক ২৯৩২	জীবন নাট্য	৫৪
কাহাফেক ২৯৩৩	স্বর্গ কেন দূরে	৫৪
কাহাফেক ২৯৩৪	ইয়া নাফসি	৫৫
কাহাফেক ২৯৩৫	ফল পাকার সময়	৫৬
কাহাফেক ২৯৩৬	ত্যাজ্য শব	৫৭
কাহাফেক ২৯৩৭	একাকী সুজন-০২	৫৭
কাহাফেক ২৯৩৮	কষ্ট করে সুখ পেতে হয়	৫৮
কাহাফেক ২৯৩৯	সৃষ্টি সেরা দিশেহারা	৫৮
কাহাফেক ২৯৪০	হুমায়ুন আহমেদ	৫৯

কাহাফেক ২৮৭১:

মায়ের আঁচল

তোমরা যারা হাল যামানায় নগর-নাগরিক
মায়ের আঁচল জানো কী তা বলতে পারো ঠিক?
পারবে না তা বলতে পারি দশে ন'জন যুবা
আঁচল কী কী কাজে লাগে প্রশ্নে হবে বোবা।

তবে শোনো ধৈর্য্য ধরে খুলে দু'খান কান
হাল পোষাকে রয় না আঁচল শাড়ীতে এর স্থান।
চিনবে আঁচল কেমন করে নগর মায়ের ছায়
আটপৌরে শাড়ি এখন পরে ক'জন মায়?

অনুষ্ঠানে পরলে শাড়ী আঁচল তারো রয়
এই আঁচলে সেই আঁচলে প্রভেদ অনেক হয়।
মায়ের আঁচল কয় না তারে যদিও নারীর গায়
আঁচল কথা কইবো এখন আমার কবিতায়।

হর হামেশা অষ্ট প্রহর গাম্য নারীর গায়
দশহাতী এই বস্ত্রখানি নিত্য শোভা পায়।
বিকল্প যে নেই শাড়ীতে পল্লীবালার মানায়
তাঁতী যেনো এ বস্তুটা তাদের জন্যই বানায়।

পল্লী মায়ের অঙ্গাভূষণ এই শাড়িকার আধা
কোমর জুড়ে দু'প্যাঁচ দিয়ে আচ্ছা করে বাঁধা।
বাঁকি আধা'র আধা'য় ঢাকা বুকে পিঠের টানা
শেষ সিকিটা ঘোমটা হয়ে প্রান্ত আঁচলখানা।

মায়ের শাড়ীর আঁচল যেনো সবুজ বনের পাত
রৌদ্রতাপে শীতল ছায়া সোহাগ মাখা হাত।
কষ্ট পেয়ে ঝরলে আঁখি আঁচল দিয়ে মাগো
অশ্রু মুছে বুকের মানিক শান্ত করে রাখো।

শিশুর গায়ে ঘাম ঝরলে আঁচল মুছে দেবে
লাগলে গরম যত্নে পরম আঁচল পাখা হবে।
শিশুর গোছল আঁচল ডলে আঁচল মুছে গা
আঁচল দিয়ে গায়ের ধুলি দেয় ঝেড়ে তার মা।

নেই তৌয়ালে গামছা রুমাল মায়ের আঁচল আছে
আঁচল ধরে দাঁড়ায় শিশু মা না হারায় পাছে।
খাবার খেয়ে দুষ্ট শিশু আঁচলে মুখ ডলে
দাগ লেগে যায় মা'র শাড়ীতে মা না কিছু বলে।

শিশুর চোখে পড়লে কুটো কিংবা হলে ক্লেশ
আঁচল ফুকে সেঁক দেয় মা আরাম মিলে বেশ।
মায়ের যাদুর আঁচল যেনো দাওয়াই চমৎকার
পরশ পেলে ব্যাথা উধাও থাকে না যে আর।

মায়ের সাথে চললে শিশু আঁচল ধরে রাখে
আঁচল হারা হয়না মানিক মা যে অধীর থাকে।
লাজুক শিশু কাউকে দেখে মায়ের আড়াল রয়
আঁচল ঢাকা শরীর কেবল মুখখানি চাঁদ হয়।

মায়ের পাশে ঘুমায় শিশু আঁচল দিয়ে ঢাকা
নেই তুলনা অভয় এমন মায়ের কাছে থাকা।
আঁচল তলে নির্ভরতায় মায়ায় বাড়ে মণি
আঁচল যেনো যত্ন স্নেহের রত্ন ভরা খনি।

মায়ের আঁচল কোনায় থাকে সুখের চাবি ঝুলে
আঁচল ভরা সোহাগ ভরায় জীবন ফুলে ফলে।
মুক্ত হাওয়াও উড়ে আঁচল আপন মহিমায়
দেশ জননীর বিজয় যেনো মুক্ত পতাকায়।

কাহাফেক ২৮৭২:

মোনাফেক-২

মুখের মধু করবে যাদু
কথায় দিবে সবি
দিনের শেষে শূন্য হাতে
আসবে ফিরে কবি।

বলবে কবির গলায় ঝুলে
তুমিই আমার সব
পারলে গলায় ছুরি ধরে
বানিয়ে দেবে শব।

ভাববে কবি বন্ধু তারে
এমন কেহ নাই
দাগা পেয়ে চিনবে পরে
যখন সময় নাই।

কাহাফেক ২৮৭৩:

মরমি কবি ফরহাদ হাসান

জাতির পিতার মহান স্মৃতি
হৃদয়ে যার ছিল ধারণ
সারা জীবন লক্ষ্য ছিলো
পিতৃচরণ অনুসরণ।

পিতা পাহাড় আর সে নুড়ি
ক্ষুদ্র হয়েও চিত্তে বিশাল
চাইতো সাগর পাড়ি দিতে
ছোট্ট নায়ে তুলে সে পাল।

সিন্ধু মাঝে বিন্দু যেমন
পিতার কাছে তেমন পুত্র
বিশাল মাঝে ক্ষুদ্র হলেও
চিত্তে ধৃত একই সূত্র।

যে পিতাজির স্বপ্ন চয়ন
স্বাদ পেয়েছি স্বাধীনতার
কী করে তার বক্ষে বুলেট
বিঁধলো এসে নির্মমতার!

পুত্র যে তাই বিষণ্নতায়
কাটিয়ে গেলো সারাজীবন
তাঁর ছিলো ব্রত রক্তশপথ
কায়িক শ্রমে স্বদেশ গঠন।

জাতির পিতার প্রজ্জ্বলিত
অগ্নিমশাল আঁকড়ে ধরে
কৃষক রূপে মরমি কবি
গেছেন ভূমি আবাদ করে।

কবির কাব্যে জীবন পাতায়
পিতার বজ্রকন্ঠ ধারণ
ঘাতক ব্যধি প্রাণ নিলো তার
পারেনি কন্ঠ করতে হরণ।

কাহাফেক ২৮৭৪:

চারা গাছের ফল

চারা গাছে জোড়া ফল
কেউ নিয়ো না পেড়ে
নজর কেহ দিয়ো না গো
দাও না উঠতে বেড়ে।

কাহাফেক ২৮৭৫:

মানলে সবে স্বাস্থ্যবিধি

এই জীবনের গতিধারায়
বিপদ এলে ছন্দ হারায়
ছন্দ যে আজ হারিয়ে গেলো
মরণ ব্যাধি কাল করোনায়।

চারপাশে এই মারীর থাবায়
থাকতে হবে সতর্কতায়
মানলে সবে স্বাস্থ্যবিধি
রক্ষা পাবো প্রভুর কৃপায়।

কাহাফেক ২৮৭৬:

অলক্ষ্যে সুজন

অলক্ষ্যে রয় লক্ষ সুজন
চিনতে পারে তাদের কজন?
দোষী মনের কোটি কুজন
দোষ পেলে হয় উচ্চ বচন।

গুণের কদর দায় বুঝা তার
গুণের ছোঁয়া নাই ঘটে যার।
তাইতো সুজন অনাদৃত
তার কৃতি হয় উপেক্ষিত।

সুজন তাতে বিব্রত নয়
সুকর্মে তার কাটে সময়।

কাহাফেক ২৮৭৭:

বড়ো দানব দুর্নীতি

মরার আগে মন মরে যায়
আজরাঈলের আগমনে
কাল করোনার আগমনেও
দুর্নীতিবাজ খুশী মনে।

বলতে যে তাই পারি এখন
দুর্নীতি আজ মহামারী
তার তুলনার ক্ষুদ্র অনেক
কাল করোনা অতিমারী।

কাল করোনায় দেশে এখন
যে আতংক দৃশ্যমান
তার তুলনায় বড়ো দানব
দুর্নীতি আজ বিদ্যমান।

কাল করোনার ভীতি আছে
কিন্তু সে তো ঘৃণ্য নয়
দুর্নীতিবাজ আতংকরাজ
ঘৃণ্য তারা সুনিশ্চয়।

স্বাস্থ্যবিধি দু'ডোজ টীকা
কিংবা ওষুধ প্রটাকল
মোকাবেলা করতে পারে
কাল করোনা হীনবল।

কিন্তু কিসে হয় উপশম
দুর্নীতির এই কঠিন ব্যাধি
উপায় যে নেই রোখা তারে
সর্ষে তে রয় ভূতটা যদি।

ঘৃণায় শুধ কাজ হবে না
শিকড় গাড়া এই নিদান
মাছের মুড়োর পঁচন রোধে
আসবে কবে সমাধান?

কাহাফেক ২৮৭৮:

কবিতার ছুটি-১

কবিতা এখন ছুটি নাও তুমি
করোনায় ধরা গদ্য
যদি ফিরে আসে ছন্দ জীবনে
ফিরে এসো ছড়া পদ্য।

কাহাফেক ২৮৭৯:

সুখময় সুনিবাস

সূর্যের রঙ মেখে
গোধুলি রঙিন
গোধুলির রঙে হলো
রাঙা রঙহীন।

কালো পানি নিয়ে ছিল
নর্দমা পড়ে
গোধুলির রঙে সুখে
ঝল মল করে।

সম্প্রীতি রঙে সেজে
মানবিক ধরা
সুখময় সুনিবাস
হয় যেনো ত্বরা।

কাহাফেক ২৮৮০:

কবিতার ছুটি-২

ক্ষুধার রাজ্যে হয়েছিল
কবি সুকান্তের কবিতা রুটি
আজো তাই করোনায়
আমার নির্দোষ কবিতার ছুটি।

কাহাফেক ২৮৮১:

করোনার ভয়

এক ছিল নমরুদ
এক ছিল মশা
আজ ক্ষুদে করোনায়
বেসামাল দশা।

নমরুদ বেমরদ
আমরা কী তাই
তা নাহলে কেন তবে
নিস্তার নাই?

কত আর যাবে প্রাণ
কত হবে ক্ষয়
কবে যাবে ধরা থেকে
করোনার ভয়?

কাহাফেক ২৮৮২:

এক কেবলি একটিবার

আসবে মানুষ যাবে মানুষ
এক কেবলি একটি বার
নিত্যদিনই নতুন আসে
আসে না যে পুরান আর।

চন্দ্র আসে প্রায় প্রতি রাত
সূর্য হাসে রোজ প্রভাতে
সে ফুল যে আর ফুটবে না হায়
যে ঝরেছে আজ নিশিথে।

কাহাফেক ২৮৮৩:

কবিতার ছুটি-৩

অযাচিত ছুটি পেয়ে
কবিতা অবাক
বলে আমি যাবো না কো
করোনাই যাক।

কাহাফেক ২৮৮৪:

কবিতার ছুটি-৪

কবিতার ছুটি শুনে
কোভিডের হাসি
মরণের ভয়ে চাষ
থামায় না চাষী।

মরণের আগে ভয়ে
মানব মরোনা
আমি আছি তুমি থাকো
কহিল করোনা।

তুমি জীব আমি জীব
কেন হও ভীত
জীবযুদ্ধে তুমি আমি
রত অবিরত।

কাহাফেক ২৮৮৫:

কবিতার ছুটি-৫

আজ জীবনের ছন্দ সকল
কাল করোনার গ্রাসে লীন
জীবন যে আজ গদ্য নিরেট
চতুর্মুখী ত্রাসে হীন।

কাহাফেক ২৮৮৬:

পরাজয়ে ভয়

জিতলে মানি বিচার আমি
হারলে মানা অসাধ্য
পরাজয়ে ডর যে আমার
হারতে মনটা অবাধ্য।

কাহাফেক ২৮৮৭:

শান্তির পাখি

শান্তি বাণী বিলিয়ে যাবে
সেই পাখিটা কোথায় আজ
ডাকছে কবি ডাকছে সবাই
জলদি এসো পক্ষীরাজ।

পক্ষীরাজের কী পরিচয়
নয় সে খেচর বিহঙ্গম
সে যে মানব পক্ষীসমান
যে বিহারে পারঙ্গম।

পক্ষীমানব এসো এসো
শান্তি বার্তা নিয়ে উড়ে
অশান্তি যাক শান্তি আসুক
আশান্ত এই বিশ্ব জুড়ে।

কাহাফেক ২৮৮৮:

ছন্দিত রক্ত কণিকা

ছন্দে মাখা চরণগুলো
ক্ষরণ রক্ত কণিকায়
কাল করোনার এই নিদানে
আর্তনাদে ভাষা পায়।

মানবজাতি দিশে হারা
লক্ষীছাড়া করোনায়
নেই আশা আজ আল্লাহ ছাড়া
রক্ষো তব করুনায়।

কাহাফেক ২৮৮৯:

পরিত্রাণের অন্বেষণে

পরিত্রাণের উঠলে কথা
কী জানি তার চিন্তাতে
দিবসগুলো হতাশ কাটে
ঘুম আসে না রাত্রিতে।

না চাইতে জন্ম নিলাম
না চাইতেই হবে মরণ
চাইলে কিছু পাওয়া কঠিন
অযাচনাতেই দামী জীবন।

তবে কেন চিন্তা আমার
পরিত্রাণের অন্বেষণে
ভেজাল মুক্ত শুদ্ধ থাকি
কৃপা পাবার প্রয়োজনে।

কাহাফেক ২৮৯০:

পশু চরিত

চরিত্র যার যে পশুটার
সে সেই পশুর রূপ নিলে
লোক সমাজে কেবল পশুই
দেখতে হতো চোখ মেলে।

বন্ধু স্বজন রাতারাতি
বদলে হলে পশুর আদল
সহজ হতো বটে তখন
স্বরূপ চেনা আসল নকল।

হলে যে তা ভালোই হতো
স্বপ্ন যেতো মাঠে মারা
মাথায় তুলে রাখি যাদের
ঘৃণ্য হয়েই থাকতো তারা।

মানব খোলস গায়ে সে সব
ঘুরছে পশু লোক সমাজে
সত্যিকারের মানুষ কেবল
চিনে তাদের খুব সহজে।

কাহাফেক ২৮৯১:

মানব চরিত

মানব চরিত আলো আঁধার
স্বরূপ চেনা অসাধ্য তার
এই দানব আর এই দেবতা
এই প্রতারক এই যে ত্রাতা।

মানব চরিত নানা ধরণ
কেউ সুজন আর কেউ যে কুজন।
কেউ মানুষের ষোলো আনা
কেউ নরকের কীটের ছানা।

হোক না পশু দৈত্য দানো
তা নিয়ে নেই ভাবনা কোনো।
নকল ভালোর উর্দি পড়ে
না যেনো কেউ বেড়ায় ঘুরে।

কাহাফেক ২৮৯২:

আলো আঁধার সমান্তরাল

ফুলগুলো সব লুটে নিয়ে
কাঁটার আঘাত দিয়ে গেলে
কী করে হায় বলবো বলো
দস্যিগুলোয় লক্ষী ছেলে?

আলো আঁধার আসবে সবি
কথায় লেখায় সমান্তরাল
কেন শুধু দেখবো আলো
আঁধার কিছু করে আড়াল?

কাহাফেক ২৮৯৩:

কবিতার ছুটি-৬

ছন্দহারা দুঃখের দিনে
পৃথিবীটা গদ্যময়
তাই হতাশার উচ্চারণে
কই কভু আর পদ্য নয়।

পদ্য বলে যাবো কেন
ছুটি আমার জন্য নয়
জয় পরাজয় হাসি কান্না
থাকবো আমি সব সময়।

ছন্দ যদি যায় হারিয়ে
যাক তাতে কী যায় আসে
ছন্দ ছাড়াই কাব্য হবে
না হয় বিলাপ বিন্যাসে!

কাহাফেক ২৮৯৪:

কবিতার ছুটি-৭

করোনার মৃত্যু লিখন
শীর্ষ দশে বাংলাদেশ
অতিমারীর বিভীষিকায়
আজ কবিতা নিরুদ্দেশ।

কাহাফেক ২৮৯৫:

স্বজন সুহৃদ ভালো থাকুন

অতিমারী কোভিড উনিশ
প্রবল প্রতাব আক্রমণ
স্বজন সুহৃদ ভালো থাকুন
করি প্রভুর আরাধন।

কাহাফেক ২৮৯৬:

কীর্তিমানের জীবন নদী

মামলা জটের জটিলতায়
আটকে থাকে প্রাপ্তি যদি
তাই বলে না থেমে থাকে
কীর্তিমানের জীবন নদী।

কাহাফেক ২৮৯৭:

নগরে সবুজ বন

এই নগরের ইট পাথরে
একটি সবুজ বন মিলেছে
বনের পাশে নিরিবিলি
একটি প্রাচীর পথ রয়েছে।

একটি বানর সেই খুশীতে
সেই পাচীরের পথ ধরেছে
ধন্য সুশীল যার সাদামন
নগরে এই বন গড়েছে।

কাহাফেক ২৮৯৮:

সাগর-পুত্র

সাগর-পুত্র কৃতী কবি
নুরুল হুদার নিটোল ছবি।
জাতিসত্ত্বার কাব্যকৃতি
পাবেন সবার শ্রদ্ধাপ্রীতি।

সুবচনের এই যে চয়ন
হলো সবার ঝিলিক নয়ন।
চলুক এখন ছন্দে ভাষা
নিয়ে জাতির ভালবাসা।

বাংলা যেনো আর দু'টানায়
পড়ে থেকে হোচট না খায়।
ঈদ যেনো আর ইদ না থাকে
ভাবনা থাকুক মানসলোকে।

কাহাফেক ২৮৯৯:

আমলার ক্ষমতা

আমলা হয়ে কামলা দিলো
খেলো না ঘুষ উপড়ি কড়ি
এই ব্যাটা কী জাতের গোটা
করলো কিসে আমলাগিরি।

আমলা হয়ে গামলা ভরা
চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয়
যে খেলো না সেই ব্যাটা যে
আমলাকুলে অপাঙ্কতেয়।

আমলা হয়ে স্বজন প্রীতি
না পারলে হয় বন্ধু বেজার
গালি দিয়ে স্বজনবলে
নেই ক্ষমতা এই বেচারার।

কাহাফেক ২৯০০:

সরল পথে নাও আমাকে

জীবনটা প্রায় কেটেই গেলো
সৎ-অসৎ এর মধ্যে ঝুলে
ষোলো আনা সত্যে থাকার
স্বপ্ন সাধও আছে ঝুলে।

মন্দ-ভালো আঁধার-আলো
সাদা-কালোর চক্র পালায়
যাচ্ছে কেটে দিবস রাতি
সুখে দুঃখের নাগর দোলায়।

বিচার দিনের ডংকা বাজার
সময় যতো আসছে ধেয়ে
অতীত ভুলের কৃষ্ণ মেঘে
হৃদয় আকাশ যাচ্ছে ছেয়ে।

হে দয়াময় গাফেল আমি
সময় গেলো হেলায় ফেলায়
সরল পথে নাও আমাকে
আর না রেখে দোদিল দোলায়।

কাহাফেক ২৯০১:

প্রতিভার নমুনা

অলসের মাথা নাকি
দুষ্টুমি ভরা
ছবিগুলো দেখে তাই
গেলো আঁচ করা।

ঘরে বসে পুঁচকেরা
কিবা করে আর
নমুনা দেখালো কিছু
স্ব স্ব প্রতিভার।

দুষ্টুমি বটে তবে
জ্ঞানের প্রকাশ
প্রতিকুলে অনুকুল
শুভতা বিকাশ।

কাহাফেক ২৯০২:

দৌড়

দৌড়ের উপর জীবন পার
কোথায় অত সময় কার।

কাহাফেক ২৯০৩:

বোবার শত্রু

লোকে বলে বোবার নাকি
কোন শত্রু নাই
কার্যক্ষেত্রে বোবা পেলে
তাকেই দোষ চাপাই।

পথিক নিজের ভুলের ফলে
দুর্ঘটনা ঘটায়
পথটা বোবা বলেই পথের
উপরে দোষ রটায়।

কাহাফেক ২৯০৪:

কাল করোনা হেরে যাবে-০৩

বছর তিনেক জন্ম তোমার
ছড়িয়ে আছো বিশ্ব তামাম
হে করোনা অতিমারী
আজ ভয়ে দিই তোমায় সালাম।

লক্ষ কোটি বছর ধরে
মানব জাতি উঠলো গড়ে
আগ্রাসনে এসেই তুমি
বললে বাজি জিতে নিলাম।

হে করোনা কাটবে ভীতি
জাগবে মানুষ বলে দিলাম
স্বাস্থ্যবিধি মেনে সবাই
করবে তোমায় আবার গোলাম।

কোভিড উনিশ আজ বিজয়ী
কালকে যে তার হবে পতন
কাল-করোনা হেরে যাবে
জিতবে মানুষ আগের মতন ।

কাহাফেক ২৯০৫:

ইচ্ছে ছিলো মলাট চাপা

সাল সতেরো এক পলকে
কখন জানি হলো পার
ভাবতে বড়ো অবাক লাগে
হয় নি মরণ ইচ্ছেটার।

কাব্য হয়ে ইচ্ছে সেদিন
মলাট চাপা ছিল খাতায়
আজ প্রকাশের সুযোগ পেয়ে
উঠে এলো ফেবুর পাতায়।

ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে আজি
কাব্যে কবির প্রীতি পেয়ে
হচ্ছে মনে পাল তুলে যাই
জীবন সাগর তরি বেয়ে।

কাহাফেক ২৯০৬:

স্বর্ণালি স্মৃতি

মনের গতি সমতলে
সাগর পাহাড় বনাঞ্চলে
স্বর্ণালি দিন স্মৃতির ঘরে
এই অবেলায় খেলা করে।

কাহাফেক ২৯০৭:

বেগুনের দোষ গুণ-০১

মহারাজের ইচ্ছে হলো
বেগুন খাবেন ডিনারে
বেগুন গুণে মোসাহেবের
কণ্ঠে ফেনা নির্ঝরে।

কদিন পরে রুষ্ট রাজা
বলেন বেগুন চাই না আর
অমনি বলেন ভাঁড় বাবাজি
বেগুন দোষের দোষাধার।

ক্ষিপ্ত রাজা বলেন হে ভাঁড়
ডিগবাজি ক্যান কথাতে
কইলি সেদিন বেগুন গুণী
আজ শুনি দোষ ইহাতে ।

দু'গাল হেসে কয় মোসাহেব
আমি যে দাস হুজুরের
তাই হুজুরের মর্জি রাখি
মন রাখি না বেগুনের ।

কাহাফেক ২৯০৮:

বেগুনের দোষ গুণ-০২

রাজার রাগী মুর্তি দেখে
ভাঁড় আরো হয় বিগলিত
কচলিয়ে হাতে বলে হেসে
আমি যে দাস পদানত।

হুজুর মালিক মুনিব আমার
তাই রাখি মন জাঁহাপনার
রাখবো কেন বেগুনের মন
বেগুন মালিক নয় যে আমার।

জবাব শুনে মহারাজন
তৃপ্ত খুশী হলেন অতি
ভাঁড়ের বেতন দ্বিগুন হলো
মিললো সাথে পদোন্নতি ।

কাহাফেক ২৯০৯:

সময়ের সদ্ব্যবহার

উজান কালে ভাবে মনে
সময় আছে অঢেল পড়ে
আলস্যে তাই জীবন ভাসে
ব্যর্থতাতে ভাটার তোড়ে।

সময় সীমা হিসেব করে
আগ জীবনে ভাবলে আগে
গাছ লাগিয়ে করলে যতন
ফল ধরে তার সাধের বাগে।

কাহাফেক ২৯১০:

মিস্টি কথা

চটুল কথা মিস্টি মুখে
চাটুকারের জীবন সুখে।
সত্য বলে বিঁধে কাঁটা
ভাগ্যে বালি ছালি ঝাঁটা।

কাহাফেক ২৯১১:

সুজনের মন

সুজন সুমন চিরটা কাল
চায় স্বজনের ভালো হোক
স্বজন তারে কাঁটার ঘায়ে
নুন ছিটিয়ে পায় যে সুখ।

তাই বলে না সুজন থামে
যতোই বিঁধে বক্ষে তীর
শত ব্যাথায় পাঁজর ভেঙেও
রয় বেচারা লক্ষ্যে স্থির।

কাহাফেক ২৯১২:

বড়োর পিছে ছোটো ছুটে

সূর্য বলে মনের দুঃখে
মেঘ আমারে আড়াল করে
মেঘ দুঃখে কয় কষ্ট মনে
বাতাস যে নেয় ভাসিয়ে মোরে।

বাতাস বলে পাহাড় আমায়
আটকিয়ে দেয় চলার গতি
পাহাড় বলে কাটে আমায়
ইঁদুর গুলো ক্ষুদ্র অতি।

গল্প শুনে কবির মনে
জাগলো ভাবের নিগূঢ় তত্ত্ব
বড়োর পিছে ছোটোই লাগে
চিরটা কাল ইহাই সত্য।

কাহাফেক ২৯১৩:

মতলব

মতলবে নাই আকার ইকার
মতলবীর নাই নিজের কায়া
নিজকে ভাবে চালাক অতি
অকাট মুর্খ সেই বেহায়া।

কাহাফেক ২৯১৪:

ভুলের পাহাড়

ভুল করে ভুল আড়াল করে
ভুল করেনি বলতে চায়
ভুল হয়নি বলতে গিয়ে
আরো অনেক ভুল বাড়ায়।

ভুল যখনি বুঝতে পারো
লজ্জিত হও স্বীকার করে
সংশোধনে সচেষ্ট হও
তবেই সুফল আসবে ঘরে।

মনকে বুঝাই মন বুঝে না
আবার ফিরে ভুলের ঘরে
যম দুয়ারে ভুল শেষে নেয়
সত্য না তায় ক্ষমা করে।

কাহাফেক ২৯১৫:

মুক্তি এখন আগ্রাসনে

স্বাধীনতার ফায়দা লুটে
এখন যাদের পোয়াবারো
পাচ্ছে যতো খাচ্ছে ততো
চাচ্ছে পেতে খেতে আরো।

ভাবনা তাদের জমিয়ে টাকা
করবে পাচার অপর দেশে
গুছিয়ে আখের বাংলা ছেড়ে
গড়বে নিবাস দূর প্রবাসে।

হায় লুটেরা একটু তোরা
ভাবতে যদি দেশের কথা
ভাবতে যদি এমনি কিন্তু
আসেনি এই স্বাধীনতা।

লক্ষ্য প্রাণের বিনিময়ে
লক্ষ মুক্তিসেনার দানে
অর্জিত এই মুক্তি এখন
অসুর পশুর আগ্রাসনে।

কাহাফেক ২৯১৬:

কোকিল ডাকে আষাঢ়ে

দাদার যখন উন্নতি খুব
কি সুখ থাকে দাদাতে
দাদার যখন পড়তি সময়
কে যায় দাদার কাছেতে!

মাল্য দিতে আপত্তি নেই
উচ্চপদের গাধাতে
চামচিকেতেও লাথি মারে
হস্তী পড়লে কাদাতে।

দিনটা ভালো থাকে যখন
কোকিল ডাকে আষাঢ়ে
দিনটা খারাপ হলে রাজার
প্রজাও বুলায় "চাষা রে! "

কাহাফেক ২৯১৭:

বিপন্ন আজ আকাশ বাতাস

আলোয় ভরা মুক্ত আকাশ
বাতাস ভরা করোনায়
ঈদ আবহে মুক্তি পেয়ে
ভর দিয়ো না দু'ডানায়।

মৃত্য আগে ছিল দু'দশ
এখন দু'শোর উপরে
ঈদের ছাড়ের পরে দেখো
সংখ্যা না হয় হাজারে।

আকাশ ভরা বিষের বায়ু
বিষায় আয়ু আপদে
বিপন্ন আজ আকাশ বাতাস
বেষ্টিত ঘোর বিপদে।

কাহাফেক ২৯১৮:

তেলগুপি মাছ-০১

তেলগুপি মাছ দেখে আমার
চোখে ভাসলো দাদীর মুখ
দেশী মাছের নাম নাতিদের
শিখানো যার ছিল সুখ।

দাদীর কাছে প্রথম জানা
তেলগুপি এই মাছের নাম
নদী থেকে জ্যান্ত ধরে
জল বোতলে রেখে দিতাম।

আজ দাদী নেই হারিয়ে গেছেন
হারিয়ে যাচ্ছে সকল আপন
হারিয়ে যাওয়ার পথেই আছে
তেলগুপি এই মৎস্য-রতন।

কাহাফেক ২৯১৯:

করোনার ভয়

মাছগুলো যে জলে থাকে
ভয় নেই তাও নিউমোনিয়ার
স্বাস্থ্য বিধি মানলে কারো
থাকবে না ভয় করোনার।

কাহাফেক ২৯২০:

ভুলের দাগ

কিছু কিছু ভুল ভুলে যায় ভোলা
কিছু তার রেখে যায় দাগ
মলিনতাটুকু হয় না বিলীন
ভোলা যতো আলাভোলা থাক।

কাহাফেক ২৯২১:

ক্ষুদে কাঁঠাল

চোখের দেখা হয়নি আগে
এমন আছে কতোই ফল
ছবি দেখেই লাগলো ভালো
আনলো এ ফল জিভে জল।

নয় রসনা হয় বাসনা
নয়ন জুড়াই দেখে তারে
কাঁঠাল যদি জাতীয় ফল
কেন একে চিনবে নারে।

চিনিয়ে দিতে দেশ জনতায়
আনতে বুনো এ ফল চাষে
তাইতো দিলাম স্থান ফেবুতে
আমার কাব্য-কলার পাশে।

কাহাফেক ২৯২২:

ভুতের জন্ম

বলতে পারো ভূতের কী জাত
ডিম পাড়ে কী বাচ্চা দেয়?
সুযোগ খোঁজা কোকিল ভূতে
কাকের বাসায় কি ডিম দেয়?

ডিম ফুটে কী বেরিয়ে ছানা
উড়ে বেড়ায় সেই ক্ষণেই
কাকের মাংশ কাকে খেয়ে
কা কা করে দুই দিনেই?

পড়লে ঠাঠা ডিম কী ভূতের
উম বিহনে কাঞ্জি হয়?
না কি সে ডিম একটা থেকেই
একশোটা ভূত জন্ম লয়?

কাহাফেক ২৯২৩:

স্বার্থের দ্বন্দ্বে বন্ধু

কী জানি সেই বন্ধু প্রবর
চিনবে কি না অচিন আমায়
মরে আমি নিজেই যে ভূত
পিষ্ট যুগের পাথর চাপায়।

বন্ধু যখন প্রতিযোগী
পাথর মারা সহজ তারে
কাকের বাসায় কোকিল ছানা
চিনলে কাকী ঠোকর মারে।

বন্ধু তাকে যায় কি বলা
তফাত যেথা যোজন মাপে
স্বার্থ যেথা অনুঘটক
আজন্ম পাপ অভিশাপে।

কাহাফেক ২৯২৪:

ফিরে আসুক ভোর

আঁধার রাতি দীঘল কতো
এবার ফিরে আসুক ভোর
আলো নিয়ে আসুক ফিরে
সবার মাঝে সুখের সুর।

অতিমারীর ভয় বিপাকে
আর কত গো কাঁদবে ধরা
দাও ফিরিয়ে আবার প্রভু
সুখের হাসি ভুবন ভরা।

কাহাফেক ২৯২৫:

সাধারণ মুচি চাই

রবি কবির পদ্যে পৃথি
হবু গবুর যুগে
ঝাঁট দিতে আর মুড়ে দিতে
লোকে কষ্ট ভোগে।

মুচি এসে করলো যখন
জুতা আবিস্কার
অমনি গবু মন্ত্রি বলে
এ সাফল্য তার।

আজ প্রয়োজন হবু যুগের
সেই সাধারণ মুচি
মানুষকে না রুখবে কোভিড
করবে ধরা শুচি।

কাহাফেক ২৯২৬:

শূন্য হাতে ফেরা

এলাম ছিলাম চলে গেলাম
খেয়ে গেলাম হাজার মণ
রাজার চাকর হয়েও আমি
না রাখিলাম রাজার মন।

এসেছিলাম শূন্য হাতে
ফিরবো আবার শূন্যতায়
মধ্যে রাজার ধনকে নিজের
ভেবে আমার চোখ ঠাঠায়।

চাকর হয়ে মুনিব সেজে
করেছিলাম ধান্দাবাজি
রাজভাঁড়ারের ইদুর ছিলাম
শূন্য হাতে ফিরছি আজি।

কাহাফেক ২৯২৭:

তেলগুপি মাছ-০২

শ্রাবণের দুই আজ
হলো স্মৃতিময়
কবিতায় রূপায়িত
মাছ রূপময়।

মৎস্য কৌলি যতো
আছে দেশময়
সযতনে থাকে যেনো
হয়ে অক্ষয়।

তেলতেলা তেলগুপি
রূপেতে অতুল
কতো হেন দেশী মাছ
জলে মণি ফুল।

কবিতার চরণেতে
ভেবেকবি কয়
দেশী মাছ যেনো কভু
বিপন্ন না হয়।

কাহাফেক ২৯২৮:

একাকী সুজন-০১

সৎ লোকে আজ নিজের কাছে
নিজেও যেনো অসহায়
নিজের কী দাম জানেও না সে
আজ এমনি অন্তরায়।

অসৎ লোকের সংঘ সমাজ
সৎ লোকেরাই একা আজ
সৎসাহসের অভাব প্রবল
অসৎশাহীর তক্ত-ই-তাজ।

কাহাফেক ২৯২৯:

দাস রাজ্য

দাসের হাটে বেচাকেনা
মাসকাবারি দাস
তক্তে বসে মুনিব হয়ে
অবাক উপহাস।

চৌকিদারের হাতে চাবি
আগলে দ্বারী দ্বার
কামলা কেটে ধান নিয়ে যায়
মুনিব অনাহার।

পক্ষী করে বাচ্চা প্রসব
ঘোড়ায় পাড়ে ডিম
হয়তো এসব দেখেই কবির
রক্ত ভয়ে হিম।

কাহাফেক ২৯৩০:

পথ সন্ধান

সাগর পাড়ে নব কুমার
পথিক হয়ে হারায় পথ
আর কত কাল খুঁজবে দিশা
পথ হারানো চিত্র রথ!

পথটা খুঁজে বেড়ায় পথিক
সন্ধ্যা যখন পথকে ঢাকে
সাগর যখন পথ ভেঙ্গে দেয়
জলের নীচে লুকিয়ে রাখে।

কাহাফেক ২৯৩১:

নকল মধু

মধু টিলায় মধু নেই
মৌমাছিরা সুখে নেই
বোতল ভরা নকল মধু
আসল মধু চাকে নেই।

কুসুম কলি বিষে ঝরে
ফুলকুমারী বিষে নীল
বিষে বিষে হারায় দিশে
কেঁদে বেড়ায় গগন চিল।

মুখে মুখে নকল মধু
কথার যাদু মায়ালোক
চেনা জগৎ অচিন যেনো
খুঁজে হতাশ কবির চোখ।

কাহাফেক ২৯৩২:

জীবন নাট্য

জীবন থেকে নাটক সৃজন
নাটক থেকে জীবন নয়
সারাজীবন আমরা করি
জীবন নাট্যে অভিনয়।

জীবননাটে নাট্যকারের
মঞ্চটা এই বিশ্বলোক
ক্ষুদ্র থেকে বড়ো সকল
সব ভূমিকায় সমান চোখ।

হয় না কোন ভুল নিপাতন
পাত্র পাত্রী নির্বাচনে
চলছে নাটক অষ্টপ্রহর
সৃষ্টিলীলা মঞ্চায়নে।

কাহাফেক ২৯৩৩:

স্বর্গ কেন দূরে

স্বর্গ কেনো থাকবে শুধু
দৃষ্টিসীমার বাহিরে
নরক কেন দৃষ্টিসীমায়
নিস্কৃতি তায় নাহিরে।

স্বর্গ কেন পাড়ি জমায়
দূরের চৌথা আকাশে
নরক কেন বাড়ি বানায়
জামতলীতে আজ এসে?

কাহাফেক ২৯৩৪:

ইয়া নাফসি

মাথার উপর সূর্য প্রখর
তীব্র দহন তপ্ততায়
চিরচেনা নরোম রোদের
হলদে ছটা বদলে যায়।

রোজ কেয়ামত নাজেল যেনো
এমন এখন দৃশ্য হায়
নাফসি নাফসি জপনা মুখে
কাছের মানুষ সরে যায়।

সন্দেহ আর অবিশ্বাসে
দৃষ্টি যেনো বদলে যায়
দেশ জননী বিষণ্ন আজ
সন্ততি ঘোর দুর্দশায়।

খোশখবরের আশায় থেকে
সারা দিনের প্রতীক্ষায়
অচিন আঁধার সন্ধ্যা নামে
আশার আলো অস্ত যায়।

কাহাফেক ২৯৩৫:

ফল পাকার সময়

জাম্বুরা ফল বড়ো হয়ে
ছিল পাড়ার প্রতীক্ষায়
বাড়ন পাকন সব হয়েছে
নেয় নি কেহ পেড়ে হায়।

তাই বাতাবি অবশেষে
বক্ষে ধরে অভিমান
একাকি সে ঝরে পড়ে
নেয় মাটিতে অবস্থান।

ফলবাগানের মালি যদি
না চিনে ফল কাঁচাপাকা
তার যে ভালো থাকার চেয়ে
ফল পড়ে গাছ ফাঁকা থাকা।

কাহাফেক ২৯৩৬:

ত্যাজ্য শব

ভালোবেসে উজার হলি
বললি যারে তুমিই সব
সেও তোমারে মরার পরে
বলবে তোমায় ত্যাজ্য শব।

কাহাফেক ২৯৩৭:

একাকী সুজন-০২

বিপথগামীর সংখ্যা বিশাল
শহর সামিল কাতারে
ভয় পেয়োনা একলা চলো
সত্য ন্যায়ের পথ ধরে।

আজ একাকি সাহস করো
কাল সাহসের হবে জয়
শীঘ্রী পাবে সুজন পাশে
খুব সহসা কাটবে ভয়।

কাহাফেক ২৯৩৮:

কষ্ট করে সুখ পেতে হয়

কষ্ট পাবার জন্য করো
হয় না কষ্ট করতে
কষ্ট করে সুখ পেতে হয়
আলস্যে হয় মরতে।

কাহাফেক ২৯৩৯:

সৃষ্টি সেরা দিশেহারা

মহান প্রভুর পরম কৃপায়
মানুষ হলো সৃষ্টি সেরা
সেই মানুষ আজ তাঁকেই ভুলে
চলছে কোথায় দিশেহারা।

আমরা সেরা বলে মানুষ কহ
নিচ্ছে বেছে মন্দ জীবন
মানবতা হারিয়ে হেলায়
চলছে যেনো পশুর মতোন।

এই করোনা ব্যাধির কালে
অন্তত হোক একটু চেতন
মানবতার মধ্যে রাখি
সমুন্নত পুণ্য জীবন।

কাহাফেক ২৯৪০:

হুমায়ুন আহমেদ

একটা মানুষ আচম্বিতে এসেছিলেন
আচম্বিতে এক শ্রাবণে চলেও গেলেন
মধ্যে কিছু মন মাখিয়ে রচে গেলেন
কান্না হাসি ভালোবাসায় ভাসিয়ে গেলেন।

হলুদ জামার ভাবুক হিমু জোছনা ক্ষ্যাপা
নীলে সাদায় রূপের রাণী ধন্যা রূপা
রুগ্নদেহের শক্তমনের মিছির আলী
সবার মাঝে শক্তি তেজের জোড়াতালি।

শব্দ দিয়ে চিত্র আঁকার মায়া নগর
শ্রাবণ মেঘ ও চাঁদের আলো মনের ভেতর
কথক সেরা কথায় কথায় ফুলের হাসি
স্বপ্ন তরুর ফসল তোলা সফল চাষী।

আজ তুমি নেই হলুদ হিমু ধুসর এখন
বন্দী ঘরে কাল করোনায় রূপার জীবন
মিছির আলীর মগজ এখন পঁচা গোবর
মায়ালোকের গগনে চাঁদ কৃষ্ণ বিবর।

হুমায়ুনের একটি কলম দাও গো আমায়
কালিতে যা তেমনি করেই ভালো ছড়ায়
সেই কলমের আঁচড় থেকে জোছনা ঝরে
তেমনি যেনো সোনার স্বদেশ উঠে ভরে।

কামরুল হাসান ফেরদৌস
e-Mail: kamrulhasan58@yahoo.com
Face Book: Kamrul Hasan Ferdous